বঙ্গীয়-গ্রন্থাগার-পরিষদ-গ্রন্থমালা—তিন

'বঙ্গীয়-গ্রন্থাগার-পরিষদ গ্রন্থমালা' সিরিজের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী :

১। গ্রন্থাগার—শ্রীমুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় প্রণীত।

২। দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার

শ্রীমুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় প্রণীত।

৩। গ্রন্থকার-নামা—শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত।

গ্রন্থকার-নামা

(ডক্টর নীহার-রঞ্জন রায় লিখিত ভূমিকা সহ)

শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারি

এবং

বঙ্গীয়-গ্রন্থাগার-পরিষদের যুগ্ম-সাধারণ-সম্পাদক।

বঙ্গীয়-গ্রন্থাগার-পরিষদ

কলিকাতা

১৯৩৯

উৎসর্গ

অশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা সহকারে
শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
মহাশয়ের নামে
এই "গ্রন্থকার-নামা" নিবেদিত হইল।

ভূমিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক এবং বঙ্গীয়-গ্রন্থাগার-পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয় কর্তৃক উদ্ভাবিত ও ব্যাখ্যাত "গ্রন্থকার-নামা" পরিষদ-গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইল।

বঙ্গীয়-গ্রন্থাগার-পরিষদ বাঙ্‌লা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন এবং গ্রন্থাগার-পরিচালন-বিদ্যা প্রসারের যে ভার লইয়াছেন, এবং তাহা যে ক্রমশঃ বিজ্ঞান-সম্মত পথে পরিচালিত হইতেছে তাহার প্রমাণ এই পরিষদ গ্রন্থমালা। এই গ্রন্থমালার প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থ ইতি-মধ্যেই গ্রন্থাগারিক সমাজে এবং সাধারণ শিক্ষিত সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে, এবং আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস এই তৃতীয় গ্রন্থও অনুরূপ সমাদর লাভ করিবে।

এই তৃতীয় গ্রন্থের লেখক প্রমীল বাবু গ্রন্থাগার পরিচালনে বহুদর্শী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় ও সাহায্য আমি প্রতিদিনই পাইতেছি, এবং তাহা এই গ্রন্থেও সুপরিস্ফুট। বাঙ্‌লাদেশে গ্রন্থাগার-বিদ্যা ধীরে ধীরে মাত্র গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগারকর্ম্মী হইতে হইলে সে-বিদ্যাও যে সযত্নে আয়ত্ত করা প্রয়োজন তাহা অনুভূত হইতেছে। এই প্রয়োজনীয়তা উপলক্ষ করিয়া দু'চারখানা গ্রন্থও বাঙ্‌লা ভাষায় রচিত হইয়াছে, কিন্তু সে-সমস্তই অল্পবিস্তর ইংরাজী ভাষায় ঐ জাতীয় গ্রন্থ হইতে অনূদিত বা সঙ্কলিত। অবশ্য, আমাদের দেশে গ্রন্থাগার-বিদ্যার বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা কতকটা

ভারতবর্ষে কোন্ পথে পরিচালিত হইবে তাহা নির্দিষ্ট হইবে এই দেশের বিশেষ অবস্থা ও বিশেষ সমস্যা দ্বারা। বিদেশে, বিশেষ ভাবে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায়, গ্রন্থাগার-বিদ্যার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কতগুলি সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক নিয়ম ও রীতির উপর। সে-সব রীতি ও নিয়ম সর্বদেশেই প্রযোজ্য, কিন্তু দেশে দেশে প্রত্যেক দেশের বিশেষ অবস্থা ও সমস্যা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিবে সেই সব রীতি ও নিয়ম কি ভাবে কোন্ উপায়ে নিয়োজিত হইবে। এ-কথা আমাদের গ্রন্থাগারিকদের বুঝিবার সময় আসিয়াছে, এবং প্রমীল বাবু তাহা [illegible]শেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, এবং এই উপলব্ধি হইতেই "গ্রন্থকা[illegible]মা"র সৃষ্টি। তিনি অনুবাদ অথবা সঙ্কলন করেন নাই, কোন একটি সুপরিচিত রীতি অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার-নাম নির্দেশের [illegible]তন একটি প্রণালী নিজে উদ্ভাবন করিয়াছেন, আমাদের [illegible]শের সংস্কৃতিধারা এবং বিশেষ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া। এই [illegible]নেই প্রমীল বাবুর কৃতিত্ব। তাঁহার উদ্ভাবিত প্রণালীর কার্য্যকারিতা একাধিক সুপরিচিত গ্রন্থাগারে পরীক্ষিত হইয়াছে, এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয়-গ্রন্থাগারে বাংলা গ্রন্থের গ্রন্থকার-নাম নির্দ্দেশ করিবার জন্য "প্রমীল-সংখ্যা" ব্যবহার করিয়া আমরা দেখিয়াছি, উহা সর্বতোভাবে অনুসৃত হইবার যোগ্য। আমার বিশ্বাস, বাঙলা-দেশের গ্রন্থাগারিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আমার এই মত সমর্থন করিতে আপত্তি করিবেন না।

যদি এই বিশ্বাস সত্য হয় তাহা হইলে প্রমীল বাবু বাঙালী গ্রন্থাগারিকদের কৃতজ্ঞতা অর্জনের দাবী রাখেন।

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

নিবেদন

কর্ম্মী অথবা পাঠক হিসাবে যে সকল ব্যক্তি গ্রন্থাগারের সংস্পর্শে আসেন, কার্য্যের সুবিধার জন্য গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পুস্তকের শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন তাঁহারা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করেন। এই প্রয়োজনের তাগিদে প্রায় সকল গ্রন্থাগারেই কোন না কোন পদ্ধতি অবলম্বনে পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। শ্রেণীবিভাগের পর, একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত পুস্তকগুলির পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য জ্ঞাপনের জন্য পুনরায় কোন উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়। একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত পুস্তক সমূহকে গ্রন্থকারের নামের বর্ণানুক্রমিক সাঙ্কেতিক চিহ্নদ্বারা চিহ্নিত করিলে, সহজে এই প্রকার পার্থক্য জ্ঞাপন করা চলে এবং সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক গুলিকে পুস্তকাধারে বিজ্ঞান-সম্মত পন্থায় সাজাইয়া রাখা যায়। এই পন্থায় পুস্তক সাজাইলে একই বিষয়ের বিভিন্ন পুস্তকগুলি গ্রন্থকারের নামের বর্ণানুক্রমে পর পর থাকে এবং একই বিষয়ে একজন গ্রন্থকারের সমুদয় পুস্তক এক স্থানেই থাকে। ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত পুস্তকে গ্রন্থকার-নামের সাঙ্কেতিক চিহ্নের জন্য বহু গ্রন্থাগারে চার্ল্স আম্‌নি কাটার (Charles Amni Cutter) উদ্ভাবিত বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থকার-নামা (Author table) ব্যবহার করা হয়।

নানাকারণে আমাদের দেশীয় ভাষায় লিখিত পুস্তকের গ্রন্থকার-নামের সাঙ্কেতিক চিহ্নের জন্য কাটারের ইংরাজী গ্রন্থকার-নামা ব্যবহার করা সম্ভব নহে। দেশীয় ভাষায় লিখিত পুস্তকের

গ্রন্থাগারিক এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত তিনকড়ি দত্ত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেন। ইঁহাদের আগ্রহে এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের নিকট হইতে উৎসাহ পাইয়া আমি এই কার্য্যে ব্রতী হই এবং পরীক্ষামূলক ভাবে দুই সংখ্যা বিশিষ্ট একটি গ্রন্থকার-নামা প্রণয়ন করি।

আমাদের দেশের প্রচলিত রীতি, দেশীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই গ্রন্থকার-নামা প্রণয়ন করা হইয়াছে বলিয়া, কাটারের গ্রন্থকার-নামার মূল নীতির সহিত ইহার কয়েকটি বিষয়ে গভীর পার্থক্য আছে। তন্মধ্যে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। প্রথমতঃ ক্যাটারের গ্রন্থকার-নামায় গ্রন্থকারের নিজের ব্যক্তিগত নামের পরিবর্ত্তে বংশের উপাধিকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে; এই গ্রন্থকার-নামায় ব্যক্তিগত নামকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দেশীয় ভাষায় গ্রন্থকার বা লেখকের নামের সূচী বংশের উপাধির বর্ণানুক্রমে প্রস্তুত করা প্রচলিত রীতি বিরুদ্ধ। দেশীয় ভাষায় গ্রন্থকার বা লেখকের নিজ নামের বর্ণানুক্রমে নামের সূচী প্রণয়ন করাই আমাদের দেশের সাধারণ নিয়ম। দেশীয় ভাষার সাময়িক পত্রিকাদিতে লেখকের নামের যে সূচী বাহির হয় অথবা গ্রন্থাগারগুলিতে লেখকের নামের বর্ণানুক্রমে দেশীয় ভাষায় লিখিত যে সকল গ্রন্থসূচী (Catalogue) প্রণয়ন করা হয়, তাহাদের প্রণয়ন পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করিলেই এ বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে। প্রচলিত রীতির কথা ছাড়িয়া দিলেও দেশীয় ভাষার পুস্তকের জন্য পাশ্চাত্য প্রথা অনুসারে লেখক বা গ্রন্থকারের বংশগত নামের বর্ণানুক্রমে গ্রন্থকার-নামা প্রণয়ন করিলে, কার্য্যতঃ এত জটিলতা ও অসুবিধা উপস্থিত হইবার

নষ্ট হইয়া যাইবে। সেজন্য এই গ্রন্থকার নামায় গ্রন্থকারের বংশগত উপাধির পরিবর্ত্তে ব্যক্তিগত নামের বর্ণানুক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ কাটার তাঁহার গ্রন্থকার নামার গ্রন্থকার নামের সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহারের উদ্দেশ্যে একটি (S) ব্যতীত অন্যান্য ব্যঞ্জন বর্ণের (Consonants) আদ্যক্ষর বিশিষ্ট নামের মাত্র প্রথম অক্ষরটি গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং প্রধানতঃ নামের প্রাথমিক উচ্চারণ কতকটা বজায় রাখিবার জন্য স্বরবর্ণ গুলির (Vowels) এবং একটি ব্যঞ্জন বর্ণের (S) আদ্যক্ষর বিশিষ্ট নামের প্রথম দুইটি বা দুইটির অধিক অক্ষর গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। বাংলা ভাষায় যুক্তাক্ষরের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। নামের আদ্যক্ষরের জন্য সমগ্র যুক্তাক্ষর লইলে, বর্ণানুক্রমে উহাদের স্থান নির্ণয়ের জটিলতা উপস্থিত হয়। সেজন্য নামের উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কার্য্যের সুবিধার জন্য যুক্তাক্ষরের প্রথম অক্ষরটি গ্রহণ করাই যুক্তি সঙ্গত হইবে বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় এই গ্রন্থকার-নামায় সেইরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। তবে গ্রন্থকার-নামের সাঙ্কেতিক চিহ্নের পরে, পুস্তকের নামের আদ্যক্ষরাদি যোগের প্রয়োজন হইলে, কার্য্যের সুবিধা হইবে বলিয়া সে ক্ষেত্রে যুক্তাক্ষর গ্রহণের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকার ব্যবস্থার প্রয়োজন একটু চিন্তা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রায় পাঁচ বৎসর যাবৎ এই গ্রন্থকার-নামা বাংলা দেশের কয়েকটী সুপরিচিত গ্রন্থাগারে ব্যবহার করা হইতেছে। অতঃপর ইহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই দেখিয়া গ্রন্থাগার পরিচালন কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট বহু ব্যক্তি ইহা মুদ্রিত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাইতেছেন। ইঁহাদের

দেশীয় ভাষার পুস্তক সমূহ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাজাইবার পক্ষে এই গ্রন্থকার-নামা আমাদের দেশের গ্রন্থাগার সমূহের কার্য্যে লাগিলে আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

বর্ত্তমান গ্রন্থকার-নামা মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই বিশ্বভারতীর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারিক ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'বাংলা দশমিক বর্গীকরণ' নামক পুস্তকের ভূমিকায় এই গ্রন্থকার-নামার সংখ্যা গুলিকে 'প্রমীল-সংখ্যা' নাম দিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপণ্ডিত গ্রন্থাগারিক ও অধ্যাপক ডক্টর নীহার-রঞ্জন রায় এই গ্রন্থকার-নামার একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

লিলুয়া ই, আই, আর, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত পরিমল আচার্য্য এই গ্রন্থকার-নামা প্রণয়নে আমাকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন ; সেজন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণী।

পরিশেষে যে সকল বন্ধু, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্য, গ্রন্থাগারিক শিক্ষণকেন্দ্রের ছাত্রবৃন্দ এবং গ্রন্থাগার পরিচালনের সহিত সংশ্লিষ্ট পরিচিত ও অপরিচিত কর্ম্মিগণের আগ্রহ ও উৎসাহে এই গ্রন্থকার-নামা প্রকাশিত হইল আমি তাঁহাদের সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগার
১লা জুলাই, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু

গ্রন্থকার-নামা ব্যবহারের নিয়ম।

১। গ্রন্থকার-নামা হইতে কোন নাম বা নামের অংশ বাহির করিতে হইলে, অভিধানের নিয়মানুসারে উহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

২। যে নামের পরে যে রাশি দেওয়া আছে, সেই রাশির পূর্ব্বে নামের আদ্যক্ষর যোগ করিলে, অক্ষর ও রাশি যুক্ত যে সঙ্কেত হইবে, তাহাকে ঐ নামের সাঙ্কেতিক-চিহ্ন হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

উদাহরণ :—'বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' নামের পরে '১৩' রাশিটি দেওয়া আছে। সুতরাং '১৩' এই রাশির পূর্ব্বে 'বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' নামের আদ্যক্ষর 'ব' যোগ করিলে, 'ব ১৩' এই সঙ্কেতটি 'বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' নামের সাঙ্কেতিক চিহ্ন হইবে।

৩। কোন গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ নাম গ্রন্থকার-নামায় যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বর্ণানুক্রমে নামের পূর্ব্ববর্ত্তী যে শব্দটি পাওয়া যাইবে তাহাকে ঐ নামের সমতুল্য গণ্য করিতে হইবে এবং ঐ শব্দটির পরে প্রদত্ত রাশির পূর্ব্বে নামের আদ্যক্ষর যোগ করিতে হইবে। এইরূপে অক্ষর ও রাশিযুক্ত যে সঙ্কেত হইবে, তাহাকে ঐ নামের সাঙ্কেতিক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে।

উদাহরণ :—'অজিত নাথ কর' নামটি গ্রন্থকার-নামায় নাই ; কিন্তু 'অজিত নাথ' আছে, এবং বর্ণানুক্রমে ইহার স্থান 'অজিত নাথ কর' এই নামের পূর্ব্বে। কাজেই 'অজিত নাথ কর' নামের সাঙ্কেতিক চিহ্নের জন্য গ্রন্থকার-নামায় 'অজিত নাথ'এর পরে প্রদত্ত '২২' এই রাশির পূর্ব্বে 'অ' অক্ষরটি যোগ করিয়া 'অ ২২' সঙ্কেতটি

ব্যবহার করিতে হইবে। অনুরূপ কারণে 'কমল', 'দয়া, 'মল্ল', 'রাম' প্রভৃতি শব্দকে যথাক্রমে 'কমলাকান্ত', 'দয়ানন্দ', 'মশারফ হোসেন', 'রামকিশোর' প্রভৃতি নামের সমতুল্য বলিয়া মনে করিতে হইবে।

৪। গ্রন্থকারের নামের আদ্যক্ষরটি যুক্তাক্ষর হইলে নামের সঙ্কেতের জন্য যুক্তাক্ষরের মাত্র প্রথম অক্ষরটি রাশির পূর্ব্বে যোগ করিতে হইবে।

উদাহরণ :—'চিত্তরঞ্জন' নামের আদ্যক্ষর একটি যুক্তাক্ষর (চ+ই) এবং এই যুক্তাক্ষরের প্রথম অক্ষর 'চ'। কাজেই 'চিত্তরঞ্জন' নামের সাঙ্কেতিক চিহ্ন হইবে 'চ ৬১'।

৫। কোন বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একখানি পুস্তকে গ্রন্থকারের নামের সঙ্কেত ব্যবহারকালে যদি দেখা যায় যে অপর কোন গ্রন্থকার লিখিত ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অন্য একখানি পুস্তকে ঐ সঙ্কেতটি ইতিপূর্ব্বে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা হইলে বর্ণানুক্রমে উভয় গ্রন্থকারের নামের স্থানের বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে এবং যে নামটির স্থান বর্ণানুক্রমে পরে হইবে, পূর্ব্ববর্ত্তী নিয়মানুসারে সেই নামের যে সঙ্কেত হইবে সেই সঙ্কেতের পরে, ০ হইতে ৯ এই কয়টি সংখ্যার মধ্যে একটি অতিরিক্ত সংখ্যা যোগ করিতে হইবে।

উদাহরণ :—'সতীশ' নামের গ্রন্থকার সঙ্কেত 'স ১৭'। 'সতীশ চন্দ্র মিত্র' প্রণীত একখানি ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধীয় পুস্তকে এই সঙ্কেত ব্যবহার করিবার পর 'সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়' প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধীয় অপর একখানি পুস্তকে গ্রন্থকার সঙ্কেত ব্যবহারের প্রয়োজন হইলে, শেষোক্ত নামের জন্য (বর্ণানুক্রমে 'মুখোপাধ্যায়' শব্দের স্থান মিত্র শব্দের পরে বলিয়া) 'স ১৭' এই সঙ্কেত চিহ্নের পর '১' এই অতিরিক্ত সংখ্যাটি যোগ করিয়া,

'স ১৭১' এই সঙ্কেতটি ব্যবহার করিতে হইবে। এইরূপ না করিলে উভয় পুস্তকের মধ্যে পার্থক্য জ্ঞাপক কোন সঙ্কেত থাকিবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—এই প্রকার অতিরিক্ত সংখ্যা যোগ করিবার প্রয়োজন সর্ব্বদা হইবে না। যখন এই প্রকার প্রয়োজন উপস্থিত হইবে, তখন ০ হইতে ৯ পর্য্যন্ত সংখ্যা কয়টির মধ্যে কোন সংখ্যাটি যোগ করিলে, অনুরূপ কারণে ভবিষ্যতে এই নামের সঙ্কেতের পূর্ব্বে বা পরে সহজে অন্যান্য নামের সঙ্কেত প্রণয়ন করা সম্ভব হইবে, বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক তাহা স্থির করিতে হইবে। সাধারণতঃ ০ সংখ্যাটি যথাসম্ভব ব্যবহার না করাই ভাল।

উদাহরণঃ—একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত পুস্তকে 'গঙ্গাপ্রসাদ অগ্রবাল' নমের জন্য 'গ ১৭' সঙ্কেত ব্যবহার করিবার পর 'গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায়' ও 'গঙ্গাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব' নাম দুইটির জন্য যদি যথাক্রমে 'গ ১৭১' এবং 'গ ১৭২' এই সঙ্কেত দুইটি ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে তৎপরে ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অপর একখানি পুস্তকে, তাহার গ্রন্থকার 'গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ' এই নামের সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহারের জন্য 'গ ১৭১' এই সঙ্কেতের পরে পুনরায় আর একটি সংখ্যা যোগ করিতে হইবে। কিন্তু 'গঙ্গা প্রসাদ শ্রীবাস্তব' নামের সাঙ্কেতিক চিহ্নের জন্য 'গ ১৭' সঙ্কেতের পর '২' সংখ্যাটি যোগ না করিয়া ('শ্রীবাস্তব' শব্দের আদ্যক্ষর 'শ' এর স্থান বর্ণের শেষের দিকে বলিয়া) ০ হইতে ৯ সংখ্যা কয়টির শেষের দিক্‌কার কোন সংখ্যা যদি যোগ করা হইত তাহা হইলে 'গঙ্গাপ্রসাদ ঘোষ' নামের সঙ্কেতটাকে অকারণ দীর্ঘ করিতে হইত না ; ঐ নামের জন্য 'গ ১৭২' অথবা 'গ ১৭৩' এই প্রকার কোন একটী সঙ্কেত ব্যবহার করা চলিত।

৬। একজন গ্রন্থকারের একই বিষয়ের বিভিন্ন পুস্তকে

গ্রন্থকার-নামের সঙ্কেতের পার্থক্য জ্ঞাপনের নিমিত্ত সঙ্কেতের পর পুস্তকের নামের আদ্যক্ষর (বা প্রয়োজন মত একাধিক অক্ষর) যোগ করিতে হইবে। ঐ প্রকার অক্ষর যোগ করিবার কালে যুক্তাক্ষর থাকিলে সমগ্র যুক্তাক্ষরই যোগ করিতে হইবে।

উদাহরণ ঃ—'রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর' প্রণীত 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ,' ও 'চার অধ্যায়' পুস্তকগুলির জন্য যথাক্রমে 'র ২৯ ঘ', 'র ২৯ চ', ও 'র ২৯ চা' সঙ্কেত ব্যবহৃত হইবে এবং 'অনুরূপা দেবী' প্রণীত 'পথহারা', 'পথের সাথী', ও 'প্রাণের পরশ' পুস্তকগুলির জন্য যথাক্রমে 'অ ৪৩ প' 'অ ৪৩ পথে' ও 'অ ৪৩ প্রা' সঙ্কেত ব্যবহৃত হইবে।

৭। গ্রন্থকারের নামের সাঙ্কেতিক চিহ্নে, একই পুস্তকের একাধিক সংখ্যা জ্ঞাপনের জন্য নামের সঙ্কেতের সহিত পুস্তকের নামের আদ্যক্ষর (বা একাধিক অক্ষর) যোগ করিবার পর পুস্তকের প্রথম সংখ্যা ব্যতীত দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি সংখ্যা জ্ঞাপনের জন্য যথাক্রমে ২,৩ প্রভৃতি সংখ্যা যোগ করিতে হইবে।

উদাহরণ ঃ—'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' প্রণীত 'বিন্দুর ছেলে' নামক পুস্তকের তিনখানি থাকিলে উহার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার জন্য পুস্তকে যথাক্রমে নিম্নলিখিত সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হইবে ঃ—শ ২৯ বিন্দু, শ ২৯ বিন্দু ২, শ ২৯ বিন্দু ৩।

৮। একই পুস্তকের একাধিক সংস্করণ জ্ঞাপনের জন্য গ্রন্থকার নামের সাঙ্কেতিক চিহ্নের নীচে সং ২, সং ৩ প্রভৃতি লিখিতে হইবে।

উদাহরণঃ—'জলধর সেন' প্রণীত 'অভাগী' নামক পুস্তকের ৮ম সংস্করণ জ্ঞাপনের জন্য 'জ ৪০ অ' এই সঙ্কেতের নীচে 'সং ৮' লিখিতে হইবে।

৯। কোন পুস্তক একাধিক খণ্ডে শেষ হইলে প্রথম খণ্ড,

দ্বিতীয় খণ্ড প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকার নামের সাঙ্কেতিক চিহ্নের নীচে 'খঃ ১,' 'খঃ ২,' প্রভৃতি লিখিতে হইবে।

১০। কোন পুস্তকের টীকা, ভাষ্য বা সমালোচনা ঐ পুস্তকের পার্শ্বে রাখিতে ইচ্ছা করিলে গ্রন্থকারের নামের সঙ্কেতের পরে '৫' যোগ করিয়া তৎপরে যুক্তাক্ষর বর্জ্জন করিয়া টীকাকার, ভাষ্যকার বা সমালোচকের নামের আদ্যক্ষর লিখিতে হইবে।

১১। কোন ব্যক্তির জীবনী অথবা সমালোচনা ইত্যাদি সম্পর্কীয় পুস্তকে গ্রন্থকার নামের সাঙ্কেতিক চিহ্নের জন্য যাঁহার জীবনী অথবা সমালোচনা সেই পুস্তকে আছে তাঁহার সঙ্কেত গ্রহণ করিতে হইবে; এবং ঐ সঙ্কেতের পরে যুক্তাক্ষর বর্জ্জন করিয়া লেখক বা সমালোচকের নামের আদ্যক্ষর যোগ করিতে হইবে। কিন্তু একাধিক ব্যক্তির জীবনী বা সমালোচনা সংক্রান্ত পুস্তক হইলে লেখক বা সমালোচকের নামের সঙ্কেত গ্রহণ করিতে হইবে।

উদাহরণ :—'চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রণীত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনীর গ্রন্থকার নাম সঙ্কেত হইবে 'ঈ ৬ চ' এবং 'সুরেন্দ্র নাথ দাস গুপ্ত' প্রণীত 'রবিদীপিতা' নামক পুস্তকের গ্রন্থকার নাম সঙ্কেত হইবে 'র ২৯ স'; পক্ষান্তরে 'চণ্ডীচরণ বসাক' প্রণীত 'শত জীবনী' নামক পুস্তকের গ্রন্থকার নাম সঙ্কেত হইবে 'চ ১৮'।

১২। গ্রন্থকার-নামা ব্যবহারকালে একই শব্দের দ্বিত্ব অক্ষর যুক্ত বানান এবং দ্বিত্ব অক্ষর বর্জ্জিত বানানের মধ্যে সাধারণতঃ কোন পার্থক্য নাই বলিয়া মনে করিতে হইবে।

উদাহরণ :—'ধর্ম্মদাস' ও 'ধর্মদাস' শব্দ দুইটির বর্ণানুক্রমিক স্থানের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই বলিয়া মনে করিতে হইবে।

১৩। গ্রন্থকার নামের সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলিকে দশমিকের ন্যায় গণ্য করিতে হইবে এবং এই প্রকার চিহ্নদ্বারা চিহ্নিত পুস্তকগুলিকে

পুস্তকাধারে তদনুসারে সাজাইতে হইবে।

উদাহরণ :—গ ১১, গ ২১, গ ২১১, গ ২১১১, গ ২১১২, গ ২১২, গ ২১২১, গ ২২, গ ২৩, গ ২৩৩, গ ২৪, ইত্যাদি।

—০—

অ

—ঃ—

আ

—০—

ই

—০—

ঈ

—০—

উ

—০—

ঊ

ঊ	...	০	ঊর্ব্বশ	...	৫
ঊর	...	১	ঊষা	...	৬
ঊর্দ্ধবাহু	...	২	ঊষানাথ	...	৭
ঊর্মিলা	...	৩	ঊষাপতি	...	৮
ঊর্মিলাপতি	...	৪	ঊষাবালা	...	৯

—০—

ঋ

ঋ	...	০	ঋত	...	৫
ঋক	...	১	ঋতুনাথ	...	৬
ঋক্ষেশ	...	২	ঋতেন্দ্র	...	৭
ঋগ	...	৩	ঋদ্ধি	...	৮
ঋণ	...	৪	ঋষ	...	৯

—০—

এ

এ	...	০	একা	...	৪
এইচ	...	১	একেন্দ্র	...	৫
এক	...	২	এফ	...	৬
একনাথ	...	৩	এম	...	৭

এল	...	৮	এস	...	৯

—০—

ঐ

ঐ	...	০	ঐশানী	...	৫
ঐক	...	১	ঐশ্বর	...	৬
ঐন্দ্র	...	২	ঐশ্বর্য্য	...	৭
ঐন্দ্রিলা	...	৩	ঐষ্টিক	...	৮
ঐরাবত	...	৪	ঐহিক	...	৯

—০—

ও

ও	...	০	ওর	...	৫
ওক	...	১	ওল	...	৬
ওঙ্কার	...	২	ওস	...	৭
ওচ	...	৩	ওয়াই	...	৮
ওত	...	৪	ওয়াক	...	৯

—০—

ঔ

ঔ	...	০	ঔচিত্য	...	১

—০—

ক

—০—

খ

—০—

গ

—০—

ঘ

—০—

চ

—০—

ছ

—০—

জ

—০—

ঝ

ঝরণা	২	ঝিন্দন	৬
ঝরণাময়ী	৩	ঝু	৭
ঝা	৪	ঝুমুর	৮
ঝি	৫	ঝো	৯

—০—

ট

ট	০	টু	৫
টড	১	টে	৬
টম	২	টেকচাঁদ	৭
টি	৩	টো	৮
টিকেন্দ্র	৪	টৈ	৯

—০—

ঠ

ঠ	০	ঠাকুরাণী	৫
ঠাকুর	১	ঠি	৬
ঠাকুরচরণ	২	ঠু	৭
ঠাকুরদাস	৩	ঠে	৮
ঠাকুরনাথ	৪	ঠো	৯

—০—

ড

ড	...	০	ডু	...	৫
ডা	...	১	ডে	...	৬
ডাল	...	২	ডেভিড	...	৭
ডালিম	...	৩	ডো	...	৮
ডি	...	৪	ড্র	...	৯

—০—

ঢ

ঢ	...	০	ঢুলি	...	৫
ঢা	...	১	ঢে	...	৬
ঢাল	...	২	ঢেলা	...	৭
ঢি	...	৩	ঢো	...	৮
ঢু	...	৪	ঢৌ	...	৯

—০—

ত

ত	...	১০	তপ	...	১৪
তট	...	১১	তপতী	...	১৫
তণ্ড	...	১২	তপন	...	১৬
তন্তু	...	১৩	তপনতাপন	...	১৭

—०—

থ

থাকমণি ... ২
থাকরাণী ... ৩
থান ... ৪
থানেশ্বর ... ৫
থি ... ৬
থিবো ... ৭
থু ... ৮
থো ... ৯

দ

দ ... ১০
দক্ষপতি ... ১১
দক্ষিণা ... ১২
দক্ষিণাপ্রসাদ ... ১৩
দক্ষিণারঞ্জন ... ১৪
দক্ষেশ্বর ... ১৫
দণ্ডিক ... ১৬
দধি ... ১৭
দম ... ১৮
দর ... ১৯
দর্শ ... ২০
দশ ... ২১
দয়া ... ২২
দয়াল ... ২৩
দা ... ২৪
দান ... ২৫
দাম ... ২৬
দামোদর ... ২৭
দার ... ২৮
দাশরথি ... ২৯
দি ... ৩০
দিগিন্দ্র ... ৩১
দিগ্বিজয় .. ৩২
দিন ... ৩৩
দিনমণি ... ৩৪
দিবা ... ৩৫
দিলীপ ... ৩৬
দিল্লী ... ৩৭
দী ... ৩৮
দীন ... ৩৯

ধ

—০—

ন

—০—

প

প্রতুল ... ৬৮
প্রদ ... ৬৯
প্রদ্যোৎ ... ৭০
প্রফুল্ল ... ৭১
প্রফুল্লচন্দ্র ... ৭২
প্রফুল্লনলিনী ... ৭৩
প্রবীণ ... ৭৪
প্রবোধ ... ৭৫
প্রবোধচন্দ্র ... ৭৬
প্রবোধনারায়ণ ৭৭
প্রভাত ... ৭৮
প্রভাবতী ... ৭৯
প্রমথ ... ৮০
প্রমীল ... ৮১
প্রমোদ ... ৮২
প্রমোদা ... ৮৩
প্রশান্ত ... ৮৪
প্রসন্ন ... ৮৫
প্রসাদ ... ৮৬
প্রসূতি ... ৮৭
প্রসূন ... ৮৮
প্রহ্লাদ ... ৮৯
প্রাণ ... ৯০
প্রাণতোষ ... ৯১
প্রিয় ... ৯২
প্রিয়নাথ ... ৯৩
প্রিয়ম্বদা ... ৯৪
প্রী ... ৯৫
প্রে ... ৯৬
প্রেমাঙ্কুর ... ৯৭
প্রেমেন্দ্র ... ৯৮
প্রেরণ ... ৯৯

—০—

ফ

ফ ... ০
ফটিক ... ১
ফণি ... ২
ফণীন্দ্র ... ৩
ফণীন্দ্রভূষণ ... ৪
ফল্গু ... ৫

—•—

ব

—०—

ভ

—০—

ম

—o—

য

—০—

র

—•—

ল

—০—

শ

—০—

ষ

—০—

স

—০—

হ